ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 109 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৫ ● কলকাতা ● ১১ আশ্বিন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 72

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"নিজের সব কিছু বাজীতে লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা 'স্ত্রী'র মধ্যে সহজাত হয়। এক স্ত্রী যখন কোন বাচ্চার জন্ম দেয়, তখন ঐ বাচ্চাকে নিজের গর্ভে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দেয়। সেইজন্য এই জগতে যখনই কোন আধ্যাত্মিক ক্রান্তি আসবে, তখন ঐ আধ্যাত্মিক ক্রান্তির সম্পাদন 'স্ত্রী' শক্তির দ্বারাই হবে। স্ত্রী সুলভ গুণ যা নিজের জীবনে একসাথে অনেক আত্মীয়ের সঙ্গে, অনেক সম্পর্কের সঙ্গে জুড়ে থাকে। সে শরীর থেকে এক হয়েও অনেক রূপে দক্ষতার সঙ্গে বাঁচে। যখন সে একদিকে গর্ভে নিজের শিশুর মা হয়, সেই সময়েই সে নিজের পতির পত্নীও হয়।

ক্রমশঃ

দুর্গাপুজো চালাতে পারব কি না জানি না' আশঙ্কা সজলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

থিম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই একের পর এক পুলিশের চিঠি পাচ্ছেন! বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো বলে পরিচিত, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি গত কয়েক মাসে পরপর চিঠি পেয়েছেন থানা থেকে। এবছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর'। এই থিম ঘোষণার পর থেকেই এই পুজো ঘিরে মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। রাজনীতিকের পুজো। তবে পুজোর কটা দিন রাজনীতিকে ছুটিই দিয়ে দেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। কিন্তু রাজনীতি কি তাঁর

এরপর 3 পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ০৫ই অক্টোবর, ২০২৫ "দুর্গাপূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই ০১লা অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ০৬ই অক্টোবর, ২০২৫ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশনা হবে না। আগামী ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

ঠাকুর দেখে ফেরার পথে সব শেষ, গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুজো-পুজো গন্ধ চারিদিকে। ইতিমধ্যেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন অনেকে। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। কল্যাণী থেকে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের। আহত চারজন। চারচাকা গাড়ি করে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা। ঘটনাটি ঘটে করিমপুর কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কের তেহট্টে।বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে শুধু নদিয়া নয়, হুগলিতেও পথ দুর্ঘটনায় ঘটেছে। সেখানে পটুয়াপাড়া থেকে ঠাকুর আনতে গিয়েছিলেন বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তরা। সেখানেই পথ দুর্ঘটনায় মারা যান তিনজন বলে খবর।তারা করিমপুরের বাসিন্দার। আহতরা শক্তিনগর জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুজিত কুমার বিশ্বাস (৪৭)। তিনি নদিয়ার করিমপুরের বাসিন্দা।

এছাড়াও এই ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে ও স্থানীয় জানা গিয়েছে, এদিন নিজেদের গাড়িতে করে কল্যাণীতে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন সুজিত ও তাঁর পরিবার। বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিল, তাদেরকে উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ১ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম ৯

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোঘাট: জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল গোঘাটের কুমারগঞ্জে। লাঠি, বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে-অপরের উপর হামলার অভিযোগ উভয়পক্ষের। ঘটনায় তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতি অঞ্জন ঘোষ ও প্রাক্তন ব্লক সহ সভাপতি মোহন মণ্ডলের অনুগামীরা বিবাদে জড়ায়। যদিও এই ঘটনা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। গোঘাট-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৌমেন দিগার দাবি করেন, পারিবারিক অশান্তি থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। এরসঙ্গে দলের

এরপর ৪ পাতায়

জমা-জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফের মৃত্যু কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জমা জলে বিদ্যুতের ছোবলে দশজনের মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন চোখে নিয়েই পঞ্চমীর সকালে আরও একটি মৃত্যুর সাক্ষী রইল কলকাতা। এবার ঘটনাস্থল বেহালার সরশুনা। মৃতের নাম শ্রাবন্তী দেবী। বয়স ৬৬ বছর।সোমবার রাতে প্রবল বর্ষণের পর, জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে এক-এক করে। প্রশ্ন ওঠে কলকাতা পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। পুরসভা পাল্টা দায় চাপায় সিইএসসি-র উপর। সিইএসসি আবার বলে, রাস্তায় বিদ্যুতের খুঁটি ও ট্রাফিক সিগনালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সিইএসসি-র নয়, পুরসভার।সোমবার রাতে প্রবল বর্ষণের পর, জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে এক-এক করে।প্রশ্ন ওঠে কলকাতা পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। পুরসভা পাল্টা দায় চাপায় সিইএসসি-র উপর। সিইএসসি আবার বলে, রাস্তায় বিদ্যুতের খুঁটি ও ট্রাফিক সিগনালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সিইএসসি-র নয়, পুরসভার।

চলমান এই চাপানউতোরের মাঝেই পঞ্চমীর সকালে ফের জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক প্রৌঢ়ার মৃত্যুর খবর এলো। স্থানীয়রা অভিযোগ করলেন, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে জল এখনও

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দুর্গাপুজো চালাতে পারব কি না জানি না' আশঙ্কা সজলের

পুজোকে ছুটি দেবে?শুক্রবার কলকাতায় এসে পুজো উদ্বোধন করে দিয়ে গিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চতুর্থীর সন্ধেবেলাতেই জনসমুদ্র দেখেছে এই পুজো। এখনও পুজো শুরুই হল না, আর সজল ঘোষ আশঙ্কা করে বলছেন...'পুজো চালাতে পারব জানি না' ! তাঁর দাবি, 'পুলিশি জুলুম' এতটাই বেশ, এত প্রতিকূলতা পেরিয়ে পুজো চালাতে পারবেন কি না সন্দেহ।

চতুর্থীর দিনই সজলের অভিযোগ, মানুষ যাতে মণ্ডপে পৌঁছতে না পারে, তাই যেখানে সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশি জুলুমের মুখে কতক্ষণ পুজো চালাতে পারব জানি না। আরও কিছু পুলিশি নোটিস পাওয়ার অপেক্ষায় আছি, পাশে থাকুন।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোয় পুলিশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সজল ঘোষ। পুলিশ যদিও বলছে , এসব কিছুই নয়। সবাই যাতে দুর্ঘটনা এড়িয়ে প্রতিমা দর্শন করতে পারে, তাই ব্যারিকেড। এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য নেই !

এর আগে, এর আগে চলতি বছরে ১৪ মে, ১২ জুন এবং ১৫ জুলাই, ৯ সেপ্টেম্বর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতিকে চিঠি পাঠিয়েছিল মুচিপাড়া থানা। জারি করা হয় একগুচ্ছ নির্দেশিকা। যেমন মণ্ডপে ঢোকা ও বেরনোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে। মণ্ডপ থেকে বেরনোর গেটের কাছে বা পার্কের পূর্ব প্রান্তে কোনও হকার, স্টল বা বিক্রেতাকে বসতে দেওয়া হবে না। মণ্ডপের ভিতরে বা আশেপাশে কোনও ধরনের লাইন্ড অ্যান্ড সাউন্ড শো করা যাবে না। মণ্ডপ চত্বরে অন্তত ৬০টি CC ক্যামেরা বসাতে হবে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় থেকে ঢোকার গেট পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞাপনের গেট বা সেই ধরনের কোনও কাঠামো রাখা যাবে না। নাগরদোলনা বা কোনও জয় রাইড বসানো যাবে না। ২৫০ জন প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে মোতায়েন করতে হবে।

রাজনীতিকের পুজো। তবে পুজোর কটা দিন রাজনীতিকে ছুটিই দিয়ে দেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। কিন্তু রাজনীতি কি তাঁর পুজোকে ছুটি দেবে?

(২ পাতার পর)

জমা-জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফের মৃত্যু কলকাতায়

নামেনি পুরোপুরি। এই পরিস্থিতিতে, শনিবার সকালে জমা জল কিছুটা নামতেই বন্ধ দোকানের শাটার খুলতে গিয়েছিলেন শান্তা দেবী। কতদিন আর দোকান বন্ধ রাখা যায়। শাটার খুলতে গিয়ে জলে পা-ফেলতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ৬৬ বছরের ওই বৃদ্ধা। চোখের সামনে তাঁকে মরতে দেখেও কেউ বাঁচাতে যাওয়ার সাহস দেখাননি। কারণ, ওই জলেই লুকিয়ে রয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু!

পুজোর মুখে রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে বেসামাল হয়ে পড়ে কলকাতা। মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে পর্যন্ত বলতে শোনা যায়, "কলকাতায় জন্মেছি, বড় হয়েছি, কখনও এতো বৃষ্টি দেখিনি"। সেই রাতের ওই ভয়াবহ বর্ষণকে মেঘভাঙা বৃষ্টি বলা যায় কি না, তা নিয়েও একপ্রস্ত বিতর্ক হয়। প্রশ্ন ওঠে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। তবে, সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় একটিমাত্র প্রশ্ন:এ কেমন উন্নয়ন? আগেও পুজোর মুখে এমন অঝোর ধারার সাক্ষী থেকেছে কলকাতা। আটাত্তরের বন্যায় টানা পাঁচদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। পঁচাশি সালেও প্রবল বর্ষণে পুজোর মুখে বানভাসি হয়েছে মানুষ। কিন্তু, খাস কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এতজনের মৃত্যুর ঘটনা আগে কোনওদিন ঘটেনি।

এমতাবস্থায় জমাজলে মৃত্যুর দায় সিইএসসি-র উপর চাপিয়ে দেয় পুরসভা ও রাজ্য। পাল্টা সিইএসসি দাবি করে, রাস্তায় বিদ্যুতের খুঁটি বা ট্রাফিক লাইটের স্তম্ভ দেখভালের দায়িত্ব পুরসভার, সিইএসসির নয়। সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী কলকাতা পুরসভার ম্যানুয়ার হাতে নিয়ে বলেন, রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরসভার।

এমতাবস্থায়, মেয়র পারিষদ তারক সিং ১০ জনের এই অকাল মৃত্যু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। কার্যত নাগরিকদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, জলে নামলে শর্ট সার্কিট হতে পারে জেনেও কেন লোকে বাড়ি থেকে বেরোলেন।

এদিন সকালে সরশুনার ঘটনায় সিইএসসি-র তরফে দাবি করা হয়, দোকানের ছাদের টিনের শেডে একটি আলো লাগানো হয়েছিল। বিদ্যুৎবাহী সেই তারের কারণেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত জমা জলে তড়িদাহত হয়ে মৃতের সংখ্যা একে-একে এগারোয় পৌঁছল। এর মাঝে, কলকাতা লাগোয়া সোনারপুরে জমাজলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়।

বিহারে ৭৫ লক্ষ মহিলাকে এককালীন ১০ হাজার টাকা, সূচনা খোদ মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটের মুখে মহিলাদের মন পেতে বিহারে বড়সড় খয়রাতি প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লি থেকে তিনি সূচনা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা প্রকল্পের। মুখ্যমন্ত্রীর নামে প্রকল্প হলেও তা চালু হল প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে।মোদি এদিন প্রকল্প চালু করতে গিয়ে বলেন, "মোদি ও নীতীশ, দুই ভাই মিলে বিহারের মহিলাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করব।" আরজেডি ও কংগ্রেসের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটে নিশ্চিত হার বুঝতে পেরে মহিলা ভোটারদের কার্যত এইভাবে ঘুষ দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদিরা। এই প্রকল্পের সমালোচনা করে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধী বলেন, "বিহারের মহিলাদের এটা বোঝার ক্ষমতা রয়েছে যে ভোটের আগে তাঁদের ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। ভোটের পর কেউ আর এই টাকা পাবেন না।" বিরোধীদের অভিযোগ, একসময় যে মোদি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে খয়রাতি বলে কটাক্ষ করতেন, এখন দেখা যাচ্ছে জেতার জন্য প্রতিটি ভোটের আগে তাঁরাই নানারকম 'ভেট' দিচ্ছেন।এই প্রকল্পে বিহারের ৭৫ লক্ষ মহিলাকে একলপ্তে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাস করার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সফলভাবে কোনও মহিলা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারলে এই প্রকল্পে তাঁকে পরবর্তীকালে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার অনুদান দেবে বলে ঘোষণা করে হয়েছে। পরিবারের একজন মাত্র মহিলা সদস্যই এই প্রকল্পে অর্থ পাবেন। প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। স্বামী সরকারি চাকুরে বা আয়করদাতা হলে এই প্রকল্পে টাকা পাবেন না কোনও মহিলা। যেসব মহিলা আয়কর দেন বা সরকারি চাকরি করেন, তাঁরাও এই প্রকল্পের জন্য বিবেচিত হবেন না।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ রয়েছে সোনম ওয়াংচুকের

লাদাখকাণ্ডে নয়া মোড়। বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন লাদাখের ডিজিপি। এসডি সিং জামওয়াল দাবি করেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের। পাশপাশি, সোনমের বাংলাদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, লাদাখকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে, ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল দ্রুত কার্যকর করতে হবে, লাদাখের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন চালু করতে হবে এবং লাদাখে একটির বদলে দুটি লোকসভা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন সোনম। ম্যাগসাইসাই জয়ী ওই গবেষকের মতে, লাদাখ সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্তের কারণে ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এই এলাকা।এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি সিং জানিয়েছেন, পুলিশের জালে ধরা পড়া এক পাকিস্তানি গুপচরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে সোনমের।তিনি বলেন, “সম্প্রতি আমরা একজন পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছি। সে পাকিস্তানে খবর পাঠাতো সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সোনম, পাকিস্তানে ডন পত্রিকার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশেও যান।” সিং-এর অভিযোগ, “এই কারণেই সোনমের গতিবিধি সম্পর্কে বড় প্রশ্নচিহ্ন সামনে এসেছে। এই বিষয়ে তদন্ত চলছে।”

এখানেই থামেননি সিং। লেহ-র বিক্ষোভে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সোনমের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ৮০ জন আহত হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিং বলেন, “বিক্ষোভে উসকানি দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে সোনমের। তিনি বিভিন্ন সময়ে আরব বসন্ত, নেপাল এবং বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়েছেন নিজের বক্তব্যে। উল্লেখ্য, সোনমের শিক্ষামূলক সংস্থার বিদেশি তহবিল গ্রহণের অনুমোদন ইতিমধ্যেই বাতিল করেছে কেন্দ্র। সেই বিষয়টিও তদন্তাধীন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁয়তাল্লিশতম পর্ব)

ঘোষাল কালী মায়ের চার হাত রুপোর তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই হাত পরে সোনার করে দিয়েছিলেন কালীচরণ মল্লিক। দেবীর মাথার ছাতা দান করেছিলেন নেপালের সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর।

মূল মন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি দেবতা পূজিত হন।কালীঘাট মন্দিরের নিকটেই পীঠরক্ষক দেবতা নকুলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির সংলগ্ন যে পুকুরটি দেখতে পাওয়া যায় সেটাই নাকি পুরাকালের কালীকুন্ড। যার সাথে আদি গঙ্গার যোগ ছিল।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম ৯

কোনও সম্পর্ক নেই।যদিও এনিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে লড়াই এখন তুঙ্গে। কে ক্ষমতা দখল করবে তা নিয়ে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে। হিংসা এখন ওদের প্রধান লক্ষ্য। কুমারগঞ্জে এই সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ উভয় পক্ষের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। ওই এলাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজা হচ্ছে।দুপক্ষের ৯ জন জখম হয়েছেন। জানা গেছে, গোঘাট ২ নং ব্লকের তৃণমূলের সহ সভাপতি মোহন মন্ডলের অনুগামী শেখ ইসমাইলের সঙ্গে বর্তমান তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতি অঞ্জন ঘোষের অনুগামী মীর হানিফের দীর্ঘদিন ধরে একটি জায়গা নিয়ে অশান্তি চলছিল। যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এদিন ইসমাইল ওই জায়গায় নির্মাণ কাজ করতে গেলে তুমুল অশান্তি বাধে। সেইসময় লাঠি, বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে উভয়পক্ষ। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার জেরে জখম হয় উভয়পক্ষের প্রায় ৯ জন। জখমদের উদ্ধার করে কয়েকজনকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল ও কয়েকজনকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অতএব বাঙালির মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ মা কালীর, এ পর্যবেক্ষণ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এর অনেক কারণ। প্রধান ঐতিহাসিক কারণ, কালী অনেক ভিন্ন ভিন্ন যুগের মাতৃকাকে এক করেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিস্ফোরক সৌমেন-পত্নী, 'ভদ্রতার' প্রশংসা শুভেন্দু অধিকারীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের পাঁশকুড়ার প্রাক্তন টাউন সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্রর স্ত্রী সুমনা মহাপাত্র। এবার সেই সুমনা মহাপাত্রের পাশে দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য সুমনা মহাপাত্রর মন্তব্যকে ব্যক্তিগত বলেই জানিয়েছে।এবিপি আনন্দকে সুমনা মহাপাত্র বলেন, 'উনি ওঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলতেই পারেন। সেটা আমার পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। আমি আমার কথা বলেছি। রাজনীতি, রাজনীতির জায়গায় থাকবে। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা বা খোলাখুলি বলা মনে হয় আমাদের চিন্তাধারা নয়।'শুক্রবার সুমনা মহাপাত্র বলেছিলেন, 'আমরা কোনও তোলাবাজি, নোংরামো করতেও পারব না, কোনওভাবে টাকা তুলতেও পারব না। সেই জন্যই যার সততা আছে তাকে অসৎ মানুষরা কিছু ভয় করে। বিজেপির যেখানে বিরোধিতা করার আমরা ঠিক করেছি। কিন্তু তার মানে দুটো বাজে কথা বলব, সেই পরিবার থেকে আমরা উঠে আসিনি। আমি বা আমার স্বামী যে শুভেন্দু বাবুর বিরুদ্ধে নোংরা কথা বলতে পারিনি এই জন্যই মনে হচ্ছে আমরা ঠিক কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছি।'

এই মন্তব্যর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে নোংরা নোংরা কথা মন থেকে কেউ করে না, ওই পরিবার খুব শিক্ষিত পরিবার। সৌমেন মহাপাত্রর স্ত্রী হিসেবে বলব না, উনি শ্রদ্ধাভাজন। গোটা রাজ্যজুড়ে ওদের যে ইকো সিস্টেম আমার বিরুদ্ধে নোংরা নোংরা কথা, ব্যক্তিগত আক্রমণ করে, পোস্ট করে।'

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদল করা হয়। পাঁশকুড়া টাউন তৃণমূল সভানেত্রীর পদ থেকে সরানো হয় সুমনা মহাপাত্রকে। এমনকী তমলুকের তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার কোনও কমিটিতেও ঠাঁই পাননি তিনি। এরপরই তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি।

এদিকে, তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রীর এই সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাইপোর নির্দেশে করতে হয়। মন থেকে কেউ করে না। হিংসার কোনও ওষুধ নেই। আর আমি এগুলো উপেক্ষা করি।'

কলকাতার সিএনসিআই-এ, ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টিকাকরণ শিবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : আজ শহরের চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট (সিএনসিআই), ক্যানসার পরীক্ষা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় সার্ভিকাল ক্যানসার, ওরাল ক্যানসার ও স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য। এই কর্মসূচি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের 'সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান'-এর অংশ।

সিএনসিআই-র সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, আজকের উদ্যোগ একটি বড়-সর প্রচারের অঙ্গ। এই প্রচার সিএনসিআই চালাচ্ছে সরকারের 'সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান'-এর সঙ্গে মিলিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে ছয়টি গ্রামীণ শিবির হয়েছে। সুন্দরবনের পিয়ালিতে এখন আরও একটি শিবির চলছে।

আজ সার্ভিকাল ক্যানসার

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance ([illegible]) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মেয়েদের ঘর সংসার এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

মানুষ সম্পদের জন্য তেমনি কোন উন্নতির দিক দেখতে পাইনি। ভগবান চিরকালই ধ্বংসলীলায় মেতে থাকে না, অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে তিনি ধ্বংস করে দিচ্ছে এই পাপীতাপী মানুষগুলোকে। এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। মানবের চিরকাল একটি ধর্মে বিভোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে । যখন আমরা কোনো কিছু যুদ্ধে পারদর্শী হতে পারি না, তখন ভগবানের দায়ী দিয়ে নিজে দায় সাড়ি। দুই হাজার কুড়ি সাল মানে দুটো বিষ বিষ এর বিষয় হচ্ছে ওই বছরে বিষে বিষক্ষয়। এই সালটা ২০২০ তাই বিষে বিষক্ষয় হচ্ছে মানবসম্পদ!এবছরে কোন কিছুতেই যেন শুভদীক দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ লক্ষ মানুষ

কর্মহীন হয়ে পড়েছে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুশয্যায় আজ লড়ছে। তবুও বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও উৎসব পালন করছে ভক্তি যোগের ঈশ্বর ভক্ত মানুষগুলো। এখন যেন একটা কেমন অরাজকতা এসে গেছে, সবকিছুর মধ্যে যেন রাজনীতির রং দেখছে। তবে তৎকালীন পুজো বা উৎসবের মধ্যে রাজনৈতিক রং এর কোন মিল বন্ধ ছিল না।পুজো বা দুর্গা দেবী আরাধনার পিছনে পৌরাণিক ইতিকথার ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে নিজে গবেষণা করে, তারপর আমি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি সেই তথ্য।হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হল দুর্গাপুজা বা দুর্গোৎসব। হিন্দু দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করেই এই মহোৎসব। শাস্ত্রীয় বিধান মতে, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসব পালন করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এই পুজাকে শরৎকালের বার্ষিক মহা উৎসব হিসাবে ধরা হয় তাই একে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। কার্তিক মাসের ২য় দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত এই উৎসবকে মহালয়া, মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও মহাদশমী নামে পালন করা হয়। রামায়ণ অনুসারে, অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে বসন্তকালের দূর্গা উৎসবকে বাসন্তী পূজা বা অকালবোধনও বলা হয়। শারদীয় বা অকাল বোধন পূজা এবং বাসন্তী পূজা দুই পূজা কিন্তু দুর্গাপুজো। একটা বসন্তকালে হয়েছিল ,আরেকটি শরৎকালের রামচন্দ্র অকাল বোধন পূজা করেছিল।সেই ইতিহাস আজ আমি আমার কলমে তুলে ধরছি।দুর্গাপূজা হল বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। প্রচলিত কথা অনুযায়ী বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন রাজা সুরথ। মেধস মুনির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে মেধসাশ্রমে তিনি এবং বৈশ্য সমাধি বাংলা তথা বিশ্বে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। সেই থেকে এই পুজো আজও হয়ে আসছে। বাসন্তী পূজা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। রাজা সুরথ বসন্তকালে প্রথম দুর্গাপূজা চালু করেছিলেন,তাই এর আরেক নাম বাসন্তী পূজা। মর্ত্যে দেবী দুর্গার প্রথম পূজারী হিসাবে চন্ডীতে রাজা সুরথের গল্প উল্লেখ করা আছে। জেনে নেওয়া যাক প্রচলিত সেই কাহিনী।

রাজা সুরথ সুশাসক ও যোদ্ধা হিসাবে বেশ সুখ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের। জীবনে কোনো যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি। কিণ্তু সুরথ রাজার প্রতিবেশীরাজ্য (যবন রাজ্য) তার প্রতি হিংসাত্মক মনোভাবসম্পন্ন ছিল। যবন রাজ্য একদিন সুরথ রাজার রাজ্যকে আক্রমণ করে এবং তাদের কাছে সুরথ রাজের পরাজয় ঘটে। সেই সুযোগে তার (সুরথ)রাজসভার মন্ত্রী, ও অন্য সদস্যরা সব ধনসম্পত্তি লুঠ করে। কাছের লোকেদের এমন আচরণ দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। অবশেষে সর্বহারা হয়ে বনে আশ্রয় নেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধাঋষির আশ্রমে হাজির হন। ঋষি রাজার সমাদর করে তার আশ্রমে থাকতে বলেন। আশ্রমে থেকেও রাজার মনে কোনো শান্তি ছিল না। তিনি সবসময় হারানো রাজ্য ও তার প্রজাদের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করে অস্থির হতেন। বনের মধ্যে একদিন সুরথ রাজার সমাধি নামে একজনের সাথে দেখা হয়। তার সাথে কথা বলে সুরথ জানতে পারেন সমাধির বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সমাধিও তারই মতো স্বজন প্রতারিত ও সর্বহারা।কিণ্তু তিনিও সবসময় তার স্ত্রী ও ছেলের ভালোমন্দের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন। তারা ভাবলেন যারা তাদের সর্বহারা করেছে কেন তাদের কল্যাণের কথাই সবসময় মনে হয়। তারা মেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন এই সবই মহামায়ার ইচ্ছায়। এরপর ঋষি ,সুরথ ও সমাধিকে দেবী মহামায়ার কথা স-বিস্তারে বর্ণনা করেন। এরপর মেধাঋষির

ক্রমশঃ

(৫ পাতার পর)

কলকাতার সিএনসিআই-এ, ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টিকাকরণ শিবির

টিকাকরণের জন্য বিশেষ নিবন্ধন হয়। এই টিকাকরণ মহিলাদের জন্যও আছে, পুরুষদের জন্যও আছে। টিকা দেওয়া হচ্ছে ভর্তুকি মূল্যে। গতকাল ৩০ জন মানুষ টিকা নিয়েছেন। আজ যারা নাম লিখিয়েছেন তাঁরা আগামী সপ্তাহে টিকা পাবেন।

‘সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান’-এর উদ্দেশ্য হল নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। পরিবারকে সুস্থ রাখা। প্রতিরোধমূলক পরিচর্যা ও সচেতনতা বাড়ানো। সুলভ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া। এই অভিযানে ক্যানসার পরীক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টিকাকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সিএনসিআই এবং দেশের অন্যান্য আরও অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এই প্রচার চালাচ্ছে।

সিনেমার খবর

হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, কে এই মাহিকা শর্মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জাতীয় দলের ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে মডেল মাহিকা শর্মার। বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি তারা। তবে গুঞ্জন ঘিরে কৌতূহল যখন তুঙ্গে তখনই প্রশ্ন উঠেছে কে এই মাহিকা শর্মা?

সম্প্রতি একটি পোস্টে হার্দিক ও মাহিকার কয়েকটি ছবি প্রকাশ পায়, যেখানে তাদের একসঙ্গে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, দু'জন একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেছেন- এমন প্রমাণও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। একই সময়ে তাদের দু'জনকে আলাদা আলাদা পোস্টে এক ধরনের বাথরোব পরা অবস্থায় ছবিও শেয়ার করতে দেখা যায়। তাদের প্রেমের গুঞ্জন আরও বাড়িয়ে দেয় এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দুবাইয়ের স্টেডিয়ামে মাহিকার উপস্থিতি।

মাহিকা শর্মা একজন তরুণ মডেল ও অভিনেত্রী। তিনি সামাজিক মাধ্যমেও বেশ সক্রিয়। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নেভি চিলড্রেন স্কুল, নয়াদিল্লিতে পড়াশোনা করেন। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত গুজরাটের পণ্ডিত দীনদয়াল পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এর মাঝেই ২০২০-২০২১ সালে এক বছর যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিটি সাইকোলজি পড়েছেন।

ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদনে জানা যায়, মাহিকা শর্মা কয়েকটি ছবিতে ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে অরল্যান্ডো ভন আইন্সিডেলের 'ইনটু দ্য ডাক' এবং ওমং কুমারের 'পিএম নরেন্দ্র মোদি' সিনেমায় কাজ করেছেন।

এছাড়া ভিভো ও ইউনেক্লো-এর মতো বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন মাহিকা। ফ্যাশন দুনিয়ায় তিনি ভারতের খ্যাতনামা ডিজাইনার অনিতা ডোংরে, রিতু কুমার, তরুণ তাহিলিয়ানি, মণীশ মালহোত্রা ও অমিত আগরওয়ালের সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে নাতাশা স্তানকোভিচকে বিয়ে করেছিলেন হার্দিক। ২০২৩ সালে তাদের ঘরে আসে পুত্রসন্তান। তবে ২০২৪ সালেই দাম্পত্যজীবন ভেঙে যায়। এরপরই হার্দিকের সঙ্গে জেসমিন ওয়ালিয়ার প্রেমের খবর ছড়ায়। তাদের একসঙ্গে ছুটি কাটাতে দেখা গিয়েছিল, জেসমিনকে নিয়মিত মাঠেও দেখা যেত। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ভেঙে যায় সেই সম্পর্কও। এবার হার্দিকের সঙ্গে নাম জড়ালো মাহিকার।

ছেলের বন্ধুরা আমাকে 'দিদি' বলে ডাকে: শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি অভিনীত নতুন সিনেমা 'দেবী চৌধুরাণী'। সিনেমার প্রচারণায় ব্যস্ত এই অভিনেত্রী সম্প্রতি এক ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্র ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ব্যক্তিজীবন নিয়ে বহুবার কটাক্ষের শিকার হয়েছেন শ্রাবন্তী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এখন আর গায়ে মাখি না। আসলে ছোট বয়সে মা হওয়ার কিছু সুবিধা আছে। ঝিনুক হওয়ার পাঁচ বছর পরই কাজে ফিরি, তখন আমার বয়স মাত্র ২১। তবে এটা ঠিক, ১৬ বছর বয়সে মা হওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি।"

শ্রাবন্তী আরও জানান, তার ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা মা-ছেলের চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ। মাত্র ১৬ বছরের বয়স পার্থক্য হওয়ায় তাদের মধ্যে রয়েছে দারুণ বোঝাপড়া।

শ্রাবন্তী বলেন, "ঝিনুকের বন্ধুরা তো আমারই বন্ধু! দু-একজন ছাড়া কেউ আমাকে 'আন্টি' বলে না। সবাই 'দিদি' বলেই ডাকে।"

এদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'দেবী চৌধুরাণী' পরিচালনা করেছেন শুভ্রজিৎ মিত্র। প্রযোজনায় রয়েছেন অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত এবং অপর্ণা দাশগুপ্ত। সিনেমাটিতে শ্রাবন্তীর পাশাপাশি আরও অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী ও অর্জুন চক্রবর্তী।

'আমার নাম স্বস্তিকা, আমি বুড়িমা নই'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বয়স ৪৪ পেরিয়ে গেলেও ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয়ে আজও ঝড় তোলেন বাংলার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। রাখঢাকহীন কথা বলার জন্য বেশ আলোচিত এই অভিনেত্রী। নিজের ব্যক্তিগত জীবন হোক বা সোশ্যাল ইস্যু-খোলা মনে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না তিনি। এবার সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন নিজের আক্ষেপের কথা।

সম্প্রতি ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, কোনো দিন একটা স্বাভাবিক হেডলাইন দেখলাম না। সাধারণ কথা বললেই 'ফেটে পড়লেন স্বস্তিকা', 'গর্জে উঠলেন স্বস্তিকা', 'বোমা ফাটালেন স্বস্তিকা', 'বিস্ফোরণ ঘটালেন স্বস্তিকা'-এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দৃঢ় স্বরে জানান, মাই নেম ইস স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অ্যান্ড আই অ্যাম নট বুড়িমা।

স্বস্তিকার এই পোস্ট মুহূর্তে ভক্তদের মধ্যে সাড়া ফেলে। অল্প সময়েই সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই পোস্টে কমেন্ট করেছেন। স্বস্তিকার সেই পোস্টে একজন মজার ছলে লেখেন, এটা কিন্তু একেবারে সেরা। আরেকজন লিখেছেন, দিদি, তুমি সত্যিই বম্বশেল।

এর আগেও এক সাক্ষাৎকারে তিনি একই আক্ষেপের কথা তুলে ধরেছিলেন। স্বস্তিকার বক্তব্য, আমি যদি গাজা নিয়ে মন্তব্য করি, খবরের কাগজে লেখা হয় 'গাজা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন স্বস্তিকা'। অথচ বিস্ফোরণ তো আসলে সেখানেই ঘটছে। সাংবাদিকরা নিজেদের সুবিধার জন্য এসব 'বিস্ফোরক' বা 'বিতর্ক' শব্দ ব্যবহার করেন। অথচ আমার বলা কথাগুলো খুব সাধারণ, কোনো অসাধারণ কিছু নয়।

সুপার ওভারের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচে তৈরি হলো অবিশ্বাস্য এক থ্রিলার। পাথুম নিশাঙ্কার দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ভারতের ২০৩ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে টাই করে ফেরে শ্রীলঙ্কা। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। অবশ্য সুপার ওভারে পেরে ওঠেনি লঙ্কানরা। প্রথমে ব্যাট করে ২ উইকেটে মাত্র ২ রান তোলে লঙ্কানরা। জবাবে প্রথম বলেই তিন রান নিয়ে জয় নিশ্চিত করেন ভারত।

এদিন, টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামে ভারত। পুরো টুর্নামেন্টের মতো এবারও বিধ্বংসী শুরু করেন ইনফর্ম অভিষেক শর্মা। ৩১ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৬১ রান করেন বাঁহাতি ওপেনার। সঞ্জু স্যামসন খেলেন ২৩ বলে ৩৯ রানের ঝড়ো ইনিংস। ৩৪ বলে ৪৯ রান যোগ করেন অপরাজিত তিলক ভার্মা।

শেষ দিকে অক্ষর প্যাটেলের ২১ রানের সুবাদে ২০২ রান তোলে ভারত। লঙ্কানদের হয়ে একটি করে উইকেট ঝুলিতে তোলেন মাহিশ থিকসানা, দুশমন্থ চামিরা, ভানিন্দু হাসারাঙ্গা, দাসুন শানাকা ও চারিথ আসালাঙ্কা।

জবাবে পাথুম নিশাঙ্কার দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ভারতকে টেক্কা দেয় লঙ্কানরা। ব্যক্তিগত ইনিংসে ৫৮ বলে ১০৭ রানের ইনিংসে লঙ্কানদের জয়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে যান নিশাঙ্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন কুশল পেরেরা (৫৮)। শেষ বলে ৩ রানের প্রয়োজন হলে দুই রানেই থেমে যায় লঙ্কানরা। ফলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে।

আর্শদীপের করা সুপার ওভারে দুই রান তুলতেই দুই উইকেট হারিয়ে বসে লঙ্কানরা। প্রথম বলে ডিপ পয়েন্টে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান কুশল পেরেরা। এরপর পঞ্চম বলে ফিরে যান শানাকা। জবাবে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার করা ওভারের প্রথম বলে অনায়াসেই তিন রান নিয়ে দল জেতান সূর্যকুমার যাদব। রবিবার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত।

৫৭৯ কোটি টাকাতে ভারতের কিট স্পন্সর পেল অ্যাপোলো টায়ার্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন কিট স্পন্সরশিপ পেয়েছে অ্যাপোলো টায়ার্স। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হয়েছে টায়ার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির। এজন্য ৫৭৯ কোটি টাকা (প্রায় ৮০০ কোটি টাকা) দেবে তারা।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়াকে বিসিসিআই-এর একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'অ্যাপোলো টায়ার্সের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। দ্রুতই আমরা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবো।'

ভারত তিন বছরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ১২১টি ম্যাচ খেলবে। আইসিসির ইভেন্টে তাদের ম্যাচ থাকবে অন্তত ২১টি। বিসিসিআই প্রতি ম্যাচের জন্য ৪.৭৭ কোটি টাকা পাবে। বিসিসিআই নিলামের আগে প্রতি দ্বিপাক্ষিক ম্যাচের জন্য অন্তত ৩.৫ কোটি টাকা এবং আইসিসির ইভেন্টের ম্যাচের জন্য ১.৫ কোটি টাকা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

অ্যাপোলো টায়ার্স নিলামে কানভা এবং জেকে সিমেন্টকে হারিয়েছে। কানভা ৫৪৪ কোটি রুপি এবং জেকে সিমেন্ট ৪৭৭ কোটি রুপি পর্যন্ত নিলামে দর তুলেছিল।

ভারতের জার্সি স্পন্সর হিসেবে এর আগে ছিল ড্রিম ইলেভেন। কিন্তু অনলাইন অ্যাপটি বেটিং সংক্রান্ত হওয়ায় ভারত সরকারের নির্দেশনায় তা বাতিল করা হয়। চলতি এশিয়া কাপে কিট স্পন্সর ছাড়াই খেলছে ভারত। এশিয়া কাপের মধ্যেই জার্সির স্পন্সর পেয়ে গেলেও এশিয়া কাপের বাকি অংশে সূর্যকুমারদের জার্সিতে কোন স্পন্সর থাকবে না।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, ২ অক্টোবর থেকে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। ওই সিরিজ থেকে কিট স্পন্সর হিসেবে যাত্রা শুরু হবে অ্যাপোলো টায়ার্সের। ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দল ছাড়াও ভারত 'এ' দলের জার্সিতে নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে।

র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ফিরলেন স্মৃতি মান্ধানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত প্রথম ওয়ানডেতে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে, তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জ্বল ছিলেন ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। তার ব্যাটিং নৈপুণ্যের ফল মিলেছে আইসিসির হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়েও নারী ওয়ানডে ব্যাটারদের তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠে এসেছেন এই বাঁহাতি স্টাইলিশ ব্যাটার।

মঙ্গলবার প্রকাশিত আইসিসির সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, মান্ধানা এক ধাপ এগিয়ে ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্টকে টপকে প্রথম স্থানে ফিরেছেন। যদিও দুই ব্যাটারের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয় মান্ধানার রেটিং ৭৩৫, আর সিভার-ব্রান্টের ৭৩১।

এই নিয়ে চতুর্থবার ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন মান্ধানা। প্রথমবার উঠেছিলেন ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে, আর সর্বশেষ ছিলেন গত জুলাইয়ে।

চলমান ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউ চান্ডিগড়ে, মান্ধানা

খেলেন ৬৩ বলে ৫৮ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস, যাতে ছিল ২টি ছক্কা ও ৬টি চার। এই ইনিংসের সুবাদে তার রেটিংয়ে যুক্ত হয়েছে ৭ পয়েন্ট।

এই ম্যাচে ফিফটি করে র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় অগ্রগতি পেয়েছেন মান্ধানার দুই সতীর্থ প্রাতিকা রাওয়ালচার ধাপ এগিয়ে এখন ৪২তম, আর হার্লিন দেওল পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৪৩তম স্থানে।

ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন আগের মতোই সোফি এক্লেস্টোন। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে রয়েছেন গার্ডনার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR